একজন সাধারণ পাঠিকার অভিমত

বেশ কিছুদিন ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত থাকার পর আবার ভিন্নমত এবং মুক্তমনা পড়লাম আপডেট। বুঝতে পারছি বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে যা হয়তো না ঘটাই সমীচিন ছিল। আমরা আনেকই হয়তো কিছু 'সেট কনসেপ্ট ' এ বিশ্বাসী। **বাংলাদেশে কেউ মৌলবাদী বিরোধি কথা বললে কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এর কথা বললে কেনো জানি ধরে নেয়া হয় সে আওয়ামী লীগ সাপোর্টার। আমার মনে হয় অনেকেই আমরা ভাবি মৌলবাদের বিরোধিতা মানে সবর্কাজে এমেরিকা কে সমর্থন করা। অনধ বিশ্বাস, অন্ধ প্রেম, অন্ধ সমর্থন কখনই অভিপ্রেত নয়।** আমি আমার বাবাকে ভালোবাসি বলে তার অনৈতিক উপার্জন কে সমর্থন করবো এটাতো অন্ধ প্রেমরই ঘটনা হলো। বতর্মান যুগে প্রচলিত কথা হলো 'মানি টক্স' - টাকা কথা বলে। পুজিবাদি এমেরিকা ন তুন সাম্রাজের সন্ধানে আফগান থেকে ইরাক ছুটছে সেটা অস্বীকার করে আমি হরিন মাথা ঝোপে দিয়ে রাখলেই কি আমায় কেউ দেখবে না? তবে এমেরিকার জনগণের এর চেয়ে ভালো পছন্দই আর কি ছিল গত নিবার্চনে? জিম কেরী তো কোথাও বলেননি যে তিনি ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবেন বরং বলেছেন তিনি মিলিটারী খাতে বাজেট দিগুন করবেন। আমাদের দেশে হাকিম নড়ার সাথে সাথে হুকুম নড়ে যায়। পৃথিবী জুড়েতো তাই নয়। জিম কেরী কোথাও এমেরিকার পররাষ্টনীতির উল্লেখযোগ্য পরিবতর্নের কথা বলেন নি। অনেকের ধারণা এটাও তার পরাজয়ের একটা মুল কারণ। তবে এমেরিকা প্রবাসী এবং এমেরিকাবাসি সব্বাই কোনো এক অজানা কারণে 'সুপারলেটিভ' মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। তারা যে কোন কারণেই হোক এমেরিকাবাসি নয় এমন কারো কাছ থেকে এমেরিকার জয়জয়কার ছাড়া অন্যকিছু শুনতে চান না। এমেরিকা যা করছে তা সব সমালোচনার উর্ধ্বে ভাবেন কিংবা মৌলবাদীরা যেমন সব কিছুতে মহানবীর মানব প্রেম দেখেন তেমনি এমেরিকার সব কিছুতেই পৃথিবীর জন্য ভালবাসা খুজে পান। তাদের কাছে 'এমেরিকা ইজ দি বেষ্ট ইন এনি কনর্সান'।

সুস্থ বিতর্ক সবসময়ই শিক্ষনীয় এবং কাম্য। নানা মুনির নানা মত থাকাটাই স্বাবাভিক। মত পাথর্ক্য হলেই ব্যক্তিগত আক্রমন কিছুটা শিশুসুলভতো বটেই। ব্যক্তিগত আক্রমণ শুধু নিজের যুক্তির দুবর্লতাই প্রকাশ করে। নানাজনের নানামত থেকে আগামীতেও আরো অনেক কিছু শিখবো আগের মত, সেই প্রতাশা নিয়ে সবার সু-স্বাস্থ্যা কামনা করছি।

তানবীরা তালুকদার
০৪।০৯।০৫